"মিষ্টি বাচ্চারা - ডেড সাইলেন্সে যাওয়ার অভ্যাস করো, বুদ্ধি বাবার দিকে থাকলে বাবাও তোমাদের অশরীরী হওয়ার জন্য সকাশ দেবেন"

*প্রশ্নঃ - তোমরা বাচ্চারা যখন জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত করো তখন কি সাক্ষাৎকার হয়?

*উত্তরঃ - সত্যযুগের আদি থেকে কলিযুগের শেষ পর্যন্ত আমরা কি-কি পার্ট প্লে করেছি-এসবই সম্পূর্ণরূপে সাক্ষাৎকার হয় । তোমরা সমগ্র বিশ্বকে আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত জেনে যাও । জানাকেই সাক্ষাৎকার বলা হয় । এখন তোমরা বুঝেছো যে আমরাই দৈবীগুণ সম্পন্ন দেবতা ছিলাম, এখন আসুরিক গুণ সম্পন্ন হয়ে গেছি । পুনরায় দৈবীগুণ সম্পন্ন দেবতা হতে যাচ্ছি । এখন আমরা নতুন দুনিয়া, নতুন ঘরে যাব।

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা স্মরণের যাত্রায় বসেছে । অসীম জগতের বাবা তো এই যাত্রায় বসেন না । তিনি তো বাচ্চাদের সকাশ দিয়ে সাহায্য করেন, যাতে বাচ্চারা শরীরকে ভুলতে পারে । বাবা সকাশ দেন আত্মাদের, কেননা বাবা আত্মাকেই দেখেন । তোমাদের প্রত্যেকের বুদ্ধি বাবার দিকেই যায়, বাবার বুদ্ধি বা দৃষ্টিও তখন বাচ্চাদের প্রতি যায় । পার্থক্য আছে তাই না! (ডেড সাইলেন্স) এই অভ্যাস তোমরা করে থাকো ডেড সাইলেন্সের । শরীরকে ছেড়ে আলাদা হতে চাও তোমরা । আত্মা বুঝেছে যে যত স্মরণে থাকবো ততই এই শরীর থেকে বেরিয়ে যেতে পারবো । যেমন সাপের দৃষ্টান্ত আছে, যা দৃষ্টান্ত দেওয়া হয় তার মধ্যে বিশেষ কিছু অবশ্যই থাকে । তোমরা জানো এই শরীর ছেড়ে ঘরে ফিরে যাবো তারপর আবার ফিরে আসবো । এইসব কথা আর কেউ জানেনা, এই ড্রামাকেও কেউ জানেনা । কেউ-ই এমন গ্যারান্টি দেয় না যে এই স্মরণের দ্বারা তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে, এমন কথা কেউ-ই শোনায় না । তোমরা বাচ্চারা জান আমরা এখন ফিরে যাওয়ার জার্নিতে রয়েছি। আত্মার বুদ্ধি-যোগ ঐ দিকেই রয়েছে । এখন নাটক শেষ হতে চলেছে, এবার ঘরে ফিরে যেতে হবে। বাবাকেই স্মরণ করতে হবে, তিনিই হলেন পতিত পাবন । গঙ্গার জলকে তো মুক্তিদাতা বা গাইড বলা যায় না । এক বাবা-ই লিবারেটর আর গাইড হতে পারেন। এও বড় বোঝার আর বোঝানোর বিষয় । সেটা হল ভক্তি, তাতে কোনও কল্যাণ হতে পারে না। বাচ্চারা জানে জল হল স্নানের জন্য, জল কখনও পবিত্র করে তুলতে পারে না । এমনও নয় যে ভক্তির জন্য কোনও রিটার্ন বা ফল প্রাপ্তি হয়ে থাকে । ভক্তি মার্গে এরই মহত্বকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। একেই বলে অন্ধশ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধা পালন করতে-করতেই মানুষ এই উপাধিতে ভূষিত হয়েছে-অন্ধের সন্তান অন্ধই। ভগবানুবাচ তাই না ! কে অন্ধ আর কার দৃষ্টি আছে তা তোমরা জানো । এখন সম্পূর্ণ বিশ্বের আদি-মধ্য অন্তকে তোমরা বাবার কাছ থেকে জেনেছো । তোমরা বাবাকে জেনেছো, সুতরাং সৃষ্টির আদি-মধ্য অন্তের ডিউরেশনকেও জেনেছো। প্রতিটি বিষয়ে বিচার সাগর মন্থন করে নিজেকেই সমাধান করে নেওয়া উচিত । ভক্তি আর জ্ঞানের কন্ট্রাস্ট । জ্ঞান সম্পূর্ণ আলাদা । এই নলেজ হলো সুপ্রসিদ্ধ । এ হলো রাজযোগের অধ্যয়ন । বাচ্চারা এটাও জেনেছে - দেবতারা সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিল । রচয়িতা বাবা-ই বসে নিজের পরিচয় দিয়ে থাকেন। তিনি হলেন পরম আত্মা। পরম আত্মাকেই পরমাত্মা বলা হয় । ইংরেজিতে বলে সুপ্রিম সোল । সোল অর্থাৎ আত্মা । বাবার আত্মাও বড় হয়না, বাবার আত্মাও তোমরা বাচ্চাদের মতোই । এমন নয় যে, বাচ্চাদের ছোট আর বড় । না । সুপ্রিম নলেজফুল বাবা অত্যন্ত স্নেহের সাথে বাচ্চাদের বুঝিয়ে থাকেন । পার্ট প্লে করে আত্মা, নিশ্চয়ই শরীর ধারণ করেই রোল প্লে করবে । আত্মার বাসস্থান হল শান্তিধাম। বাচ্চারা জানে আত্মারা ব্রহ্ম মহাতত্ত্বে বাস করে। যেমন হিন্দুস্তান নিবাসী, তারা নিজেদের হিন্দু বলে থাকে, তেমনই ব্রহ্মাণ্ড নিবাসীদের ঈশ্বর ভেবে বসে আছে। পতন হওয়ার কারণও ড্রামায় নির্ধারিত। ফিরে যেতে তো পারবে না কেউ-ই, যতই চেষ্টা করুক । নাটক যখন সম্পূর্ণ হয়ে যায় তখনই সব কুশীলবরা একত্রে সমবেত হয় । ক্রিয়েটর, প্রধান অ্যাক্টরও এসে দাঁড়ায় । বাচ্চারা জানে এখন এই নাটক সম্পূর্ণ হতে চলেছে । এসব কথা কোনও সাধু সন্ত ইত্যাদি জানতে পারে না । আত্মার এই নলেজ কারও মধ্যেই নেই । পরমাত্মা বাবা একবারই এখানে আসেন । বাদবাকি সবাইকে তো এখানে পার্ট প্লে করতেই হবে। বৃদ্ধি তো হতেই থাকে তাইনা! আত্মারা সব কোথা থেকে এসেছে? যদি কেউ ফিরে যেতে পারে তবে ঐ নিয়মই চালু হয়ে যাবে, একজন আসবে আরেকজন যাবে । একে তো পুনর্জন্ম বলা যাবে না । পুনর্জন্ম তো শুরু থেকেই চলে আসছে । প্রথম নম্বর হলো লক্ষ্মী-নারায়ণ । বাবা বুঝিয়েছেন পুনর্জন্ম নিতে নিতে যখন পিছনে চলে আসে তখনই আবার প্রথম নম্বরে যেতে হয় । এর মধ্যে সংশয়ের কোনও প্রশ্নই নেই । আত্মাদের পিতা স্বয়ং এসে বোঝান । কি বোঝান তিনি? নিজের পরিচয় দেন । সুপ্রিম আত্মা সম্পর্কে তোমরা আগে কি কিছুই জানতে? শুধু তোমরা শিব মন্দিরে যেতে, যেখানে অসংখ্য মন্দির থাকে । সত্যযুগে মন্দির, পূজো ইত্যাদি হয়-ই না । ওখানে তোমরা পূজ্য দেবী-দেবতা হয়ে ওঠো। তারপর অর্ধকল্প পরে পূজারী

হয়ে যাও তখন তাদের দেবী-দেবতা বলা হয় না । তারপর বাবা-ই এসে পূজ্য করে তোলেন । আর কোনো দেশে এই মহিমা নেই । রাম রাজ্য, রাবণ রাজ্য - এখন তোমরা বুঝে গেছো । রাম রাজ্যের সময়কাল কত - প্রমাণ করা উচিত । এ হল নাটক, একেই বোঝাতে হবে । উচ্চ থেকে উচ্চতম হলেন বাবা, তিনিই নলেজফুল । আমরা এঁনার দ্বারাই উচ্চ থেকে উচ্চতর হয়ে উঠি। উচ্চ থেকে উচ্চতর পদ প্রাপ্ত করি। বাবা আমাদের পড়ান, দৈবীগুণও ধারণ করতে হয় ।

বাচ্চারা বর্ণনা করে তুমি এইরকম, আমরা এইরকম । এই সময় তোমরা জেনেছো আমাদেরও ওঁনার মতোই সম্পূর্ণ নির্বিকারী হতে হবে । বাবাকে স্মরণ করা ছাড়া দ্বিতীয় কোনও উপায় নেই । যদি কেউ জেনে থাকে বলুক । এমন তো বলতেই পারে না যে, ব্রহ্ম বা তত্ব নির্বিকারী । না, আত্মাই নির্বিকারী হয় । ব্রহ্ম বা তত্বকে আত্মা বলা হয় না । ওটা তো হলো আত্মাদের থাকার জায়গা । বাচ্চাদের বোঝানো হয় যে আত্মার মধ্যেই বুদ্ধি থাকে । আত্মা যখন তমোপ্রধান হয়ে পড়ে তখন অবুঝ হয়ে যায় । বুঝদার আর অবুঝ আছে, তাইনা! তোমাদের বুদ্ধি কত স্বচ্ছ হয়ে ওঠে, তারপর আবার ম্লেচ্ছ (অপবিত্র, ময়লা) হয়ে যায় । তোমাদের পিউরিটি আর ইমপিউরিটি-র (অপবিত্রতা) কন্ট্রাস্ট তোমরা বুঝে গেছো । ইম্পিওর আত্মা ফিরে যেতে পারে না । এখন অপবিত্র থেকে পবিত্র কিভাবে হবে তারজন্য মাথা ঠুকতে থাকে, এটাও ড্রামায় নির্ধারিত । এখন তোমরা জেনেছ- এ হলো সঙ্গম যুগ । বাবা একবারই আসেন নিয়ে যাওয়ার জন্য । সবাই তো নতুন দুনিয়াতে যাবে না । যার পার্ট নেই সে শান্তিধামে থাকবে, আর সেজন্যই চিত্রেও দেখানো হয়েছে । বাকি সব চিত্র ইত্যাদি যা কিছু আছে সবই হল ভক্তি মার্গের । এ হল জ্ঞান মার্গ । যেখানে বোঝান হয়- সৃষ্টি চক্র কিভাবে ঘুরছে । আমরা কিভাবে নিচে নেমে আসি (অধঃগতি হতে থাকে) । ১৪ কলা থেকে ১২ কলা হয়ে যায় । এখন কোনও কলা নেই । নম্বরানুসার আছে না! অ্যাক্টর্সও নম্বরানুসারে হয় । কারও বেতন ১ হাজার, কারো ১৫০০, কারও বা ১০০ । কতটা তফাত হয়ে যায় । পঠন-পাঠনেও দিন-রাতের পার্থক্য আছে । লৌকিক স্কুলে পাশ না করতে না পারলে তাকে আবার পড়তে হয় । এখানে তো আবার পড়ার প্রশ্নই নেই, পদ কম হয়ে যায় । তারপর আর কখনও এই পঠন-পাঠন হবে না । একবারই পঠন-পাঠন হয় । বাবাও একবারই আসেন । বাচ্চারাও জানে প্রথমে একটাই রাজধানী ছিল । একথা তোমরা কাউকে বোঝালে মানবে। খ্রীষ্টানরা সায়েন্সে প্রচন্ড তীক্ষ্ম হয়, আর সবাই তাদের কাছ থেকেই শেখে । ওরা না পারসবুদ্ধির হয় আর না পাথরবুদ্ধির হয় । এই সময় ওদের বুদ্ধি হতবাক করে দিচ্ছে । সায়েন্সের প্রচার সম্পূর্ণরূপে খ্রীষ্টানদের থেকেই এসেছে । সেটাও সুখের জন্যই । তোমরা জানো এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ তো হবেই, তারপর তোমরা শান্তিধাম -সুখধামে চলে যাবে । তা না হলে এতো মনুষ্য আত্মা ঘরে কিভাবে ফিরবে? সায়েন্স-এর দ্বারাই বিনাশ হবে । সব আত্মা শরীর ছেড়ে ঘরে ফিরে যাবে । এই বিনাশের মুক্তি অন্তরে শক্তি প্রদান করে । অর্ধকল্প ধরে মুক্তির জন্যই পরিশ্রম করে এসেছ না! সুতরাং সায়েন্স আর প্রাকৃতিক বিপর্যয়, যাকে ভাগ্যের পরিহাস বলে, এটাই হওয়া উচিত। বোঝা উচিত এই লড়াই হল মুক্তিধামে নিয়ে যাওয়ার নিমিত্ত । সবাইকে মুক্তিধামে যেতে হবে । যদিও তোমরা অনেক পরিশ্রম করেছো, গুরু করেছো, হঠযোগ শিখেছো, কিন্তু কেউ-ই মুক্তিধামে যেতে পারবে না । সায়েন্সের এতো গোলা বারুদ ইত্যাদি তৈরি হয়েছে, বোঝা উচিত বিনাশ অবশ্যই হবে। নতুন দুনিয়াতে নিশ্চয়ই অল্প সংখ্যক থাকবে । বাকি সবাই মুক্তিধামে চলে যাবে । ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠনের শক্তি দ্বারাই জীবনমুক্তিতে আসবে । তোমরা সেখানে অটুট, অখণ্ড রাজ্য পালন করবে । এখানে দেখ সব খন্ড টুকরো-টুকরো হয়ে গেছে । বাবা তোমাদের অটুট, অখণ্ড সারা বিশ্বের রাজধানীর মালিক করে তোলেন । অসীম জগতের এই বাবার অবিনাশী উত্তরাধিকার হলো অবিনাশী বাদশাহী । এমন অবিনাশী উত্তরাধিকার কবে আর কে দিয়ে থাকেন? এ কারও বুদ্ধিতেই আসে না । শুধুমাত্র তোমরাই জানো । জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত করে আত্মা জ্ঞান স্বরূপ হয়ে ওঠে । সেটাও জ্ঞানের সাগর বাবার কাছ থেকেই প্রাপ্ত হয় । বাবা-ই এসে রচয়িতা আর রচনার আদি-মধ্য-অন্তের নলেজ দিয়ে থাকেন । মাত্র এক সেকেন্ডের বিষয় । সেকেন্ডে জীবনমুক্তি । বাকি সবাই মুক্তি লাভ করে । এভাবেই ড্রামা তৈরি হয়েছে । রাবণের বন্ধন থেকে সবাই মুক্ত হয়ে যায় । ওরা বিশ্বে শান্তি আনার জন্য কত পরিশ্রম করে । এটা শুধু তোমরা বাচ্চারাই জানো বিশ্ব আর ব্রহ্মাণ্ডে শান্তি কবে ফিরে আসে । ব্রহ্মাণ্ডে শান্তি বলা হয় তারপর বিশ্বে শান্তি আর সুখ দুই-ই থাকে । বিশ্ব আলাদা, ব্রহ্মাণ্ডও আলাদা । চন্দ্র-নক্ষত্রেরও ঊর্ধ্বে হলো ব্রহ্মাণ্ড । ওখানে শব্দ, কোলাহল এসব কিছুই হয় না । তাকে বলাই হয় সাইলেন্স ওয়ার্ল্ড । তোমরাও শরীর ত্যাগ করে সাইলেন্সে চলে যাবে । বাচ্চাদের সেটাও স্মরণে আছে । এই সময় তোমরা ওখানে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছ । আর কেউ এটা জানেনা । তোমাদের তৈরি করানো হয় । প্রকৃতপক্ষে এই লড়াই হল কল্যাণকারী, সবার হিসেব-পত্র মেটাতে হবে । সবাই পবিত্র হয়ে যাবে । এটা হল যোগ-অগ্নি তাইনা! অগ্নিতে সমস্ত জিনিস পবিত্র হয়ে যায় । যেমন বাবা ড্রামার আদি-মধ্য অন্তকে জানেন, তেমনই তোমরা অ্যাক্টর-রা ড্রামার আদি-মধ্য অন্তকে জানো । এই জানাকেই সাক্ষাৎকার বলা হয় ।

এখন তোমাদের জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র খুলে গেছে । একইভাবে পুনরায় আমরা সারা বিশ্বকে সত্য যুগের আদি থেকে

কলিযুগের শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে জেনে গেছি । দ্বিতীয় কোনও মানুষ এটা জানেনা । তোমরা বুঝেছো যে, আমরা দৈবীগুণ সম্পন্ন ছিলাম, আমরাই আবার আসুরিক গুণে পরিণত হয়ে পড়ি । তারপর আবার বাবা এসে দৈবীগুণ সম্পন্ন করে তোলেন । বাবা আসেনই পতিতকে পাবন করে তুলতে । দুনিয়ার আর কারও জানা নেই যে, এই দেবী-দেবতা পরিবারবর্গই সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম গ্রহণ করে। পাবনই পতিত হয়ে পড়ে । এটা কারও বুদ্ধিতে নেই। এখন তোমরা বুঝেছো যে এ সবই হলো জড় চিত্র । অবিকল চিত্র তো তাদের বের করতে পারবে না । ওরা তো স্বাভাবিক ভাবেই সুন্দর । পিওর প্রকৃতিতে শরীরও পিওর হয় । এখানে তো সবাই হল ইমপিওর (অপবিত্র) । এমন রঙ-বেরঙের মানুষের দুনিয়া সত্য যুগে হবে না । কৃষ্ণকে বলা হয় শ্যামসুন্দর । সত্যযুগে হয় সুন্দর, কলিযুগে শ্যাম । সত্যযুগ থেকে কলিযুগে কিভাবে আসে সেটা তোমরা নম্বরানুসারে জেনেছো । কৃষ্ণ গর্ভ থেকে বের হওয়ার পরেই তার নামকরণ হয়ে যায় । নাম তো অবশ্যই চাই, তাইনা ! সুতরাং তোমরা বলবে কৃষ্ণের আত্মা সুন্দর ছিল (সত্যযুগে) তারপর শ্যাম হয়ে গেছে (কলিযুগে) । এই জন্যই তাকে শ্যামসুন্দর বলা হয় । কৃষ্ণের জন্মপরিচয় জানা অর্থাৎ সম্পূর্ণ চক্রকে জানা । কত রহস্যময়, যা তোমরাই বুঝেছো আর কেউ জানে না । তোমাদের এখন নতুন দুনিয়া, নতুন ঘরে ফিরে যেতে হবে । যারা ভালো করে পড়াশোনা করবে তারাই নতুন দুনিয়াতে যেতে পারবে । বাবা হলেন অসীম জগতের মালিক, সমস্ত আত্মাদের পিতা । এ হলো ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন । এর মধ্যে কোনও সংশয় বা প্রশ্ন উঠতেই পারে না । এর মধ্যে শাস্ত্রের তর্কবিতর্ক করার প্রয়োজন নেই । একজন টিচার, যিনি উচ্চতম, তিনিই বসে পড়ান । এটাই সত্য । সত্য নারায়ণের সত্য কথা শিক্ষা রূপে শুনিয়ে থাকেন । আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) নিজের সমস্ত হিসেব-পত্র মিটিয়ে দিয়ে সাইলেন্স ওয়ার্ল্ডে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে হবে । স্মরণের বল এর দ্বারা আত্মাকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করে তুলতে হবে ।

২) জ্ঞান সাগরের জ্ঞানকে স্বরূপে নিয়ে আসতে হবে । বিচার সাগর মন্থন করে নিজের সমস্যা নিজেকেই সমাধান করতে হবে । জীবনমুক্তিতে শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত করার জন্য দৈবীগুণ ধারণ করতে হবে ।

বরদানঃ- বাবার সাথে থাকতে-থাকতে তাঁর সমান হয়ে সকল আকর্ষণের প্রভাব থেকে মুক্ত ভব

যেখানে বাবার স্মরণ আছে অর্থাৎ বাবা সাথে আছেন সেখানে বডি কনসাসের উৎপত্তি হতে পারে না। বাবার সাথে বা পাশে থাকা আত্মা, দুনিয়ার বিকারী ভাইব্রেশন অথবা আকর্ষণের প্রভাব থেকে দূরে থাকে। এইরকম সাথী সাথে থাকতে থাকতে বাবার সমান হয়ে যায়। যেরকম বাবা হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু এইরকম বাচ্চাদের স্থিতিও উঁচু হয়ে যায়। নীচের কোনও কথা তার উপরে নিজের প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

স্লোগানঃ- মন আর বুদ্ধি কন্ট্রোলে থাকলে অশরীরী হওয়া সহজ হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent

2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;